গণিকাবৃত্তি ঃ অতীত বর্তমান রূপরেখা ও বিভিন্নতা

রেশমী চক্রবর্ত্তী

গবেষিকা, সমাজতত্ত্ব বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

বর্তমান বিশ্বে আমরা আধুনিকীকরণ, বিশ্বায়ন, উন্নতি-প্রগতি ইত্যাদি বিভিন্ন ইতিবাচক বিষয় নিয়ে আলোচনা করলেও বা আমাদের ভবিষ্যতে প্রজন্ম সম্পর্কে আশা প্রকাশ করলেও একথা অস্বীকার করা যায় না যে আজও আমাদের চারপাশে এমন অনেক রীতিনীতি, প্রথা বা পারিপার্শ্বিকতা বর্তমান যা নেতিবাচক। যা আমাদের এই উন্নতি-প্রগতি, এই সভ্যতার দিকে অঙ্গুলী সঞ্চালন করে। এরকমই এক ভয়াবহ পেশা হল গণিকাবৃত্তি। গণিকাবৃত্তি বিশ্বের প্রাচীনতম পেশা। সভ্যদেশের সুধী নাগরিকবৃন্দের কাছে সমাজের সর্বস্তরে এটি নিন্দনীয় হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন রূপে, ভিন্ন ভিন্ন মোড়কে, বিবিধ আঙ্গিকে সমাজের সকল স্তরে এই পেশার অবাধ বিচরণ পরিলক্ষিত হয়। সুপ্রাচীন অতীত কাল থেকে বর্তমানের একবিংশ শতাব্দি সর্বত্রই গণিকাবৃত্তি বিবিধ রূপে বর্তমান। বর্তমানের এই আলোচ্য অংশে গণিকাবৃত্তিরই অতীত থেকে বর্তমানের এক রূপরেখা চিত্রণের প্রয়াস করা হয়।

'Social Work Dictionary" এর ব্যাখ্যা অনুযায়ী "Prostitution is the illegal act of offering oneself for sexual contract with another in exchange for money or other benefits". অর্থাৎ গণিকাবৃত্তি হল আইন বিরোধী কর্মকান্ড। যেখানে একজনের সাথে অপরজনের যৌন সম্পর্ক গড়ে ওঠে, কোন মূল্য বা বস্তুগত লাভের উপর ভিত্তি করে।" অর্থাৎ টাকার বিনিময়ে আবেগবিহীন ভাবে যখন কেউ অপর কারুর সাথে স্বেচ্ছায় যৌনসম্পর্ক স্থাপন করে, তবে তাকে গণিকাবৃত্তি বলা যায়। (সুলতান, ২০০৭, পৃঃ ৬৪৬)।

Geoffery-র মতে "Prostitution may be defined as the practice of habitual or intermittent sexual union, more or less promiscuous, for mercenary inducement." অর্থাৎ গণিকাবৃত্তি হল যৌনগত এমন আচরণ, অভ্যাস বা আনুষ্ঠানিকতা, যা বিভিন্ন ব্যক্তির সাথে কমবেশি গড়ে ওঠে কোন আর্থিক লেনদেন বা পুরস্কার বা উপহারের ভিত্তিতে। প্রফেসর Elliott ও Merrill-এ প্রসঙ্গে বলেন যে- বিভিন্ন ব্যাখ্যার দ্বারা গণিকাবৃত্তির যে সাধারণ বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে তা হল - এটা অবৈধ যৌন সম্পর্ক, যা বিভিন্ন জনের সাথে গড়ে ওঠে এবং এর ভিত্তি হল আর্থিক লেনদেন, যেখানে আবেগের কোন স্থান নেই। (Cited in : Madan, 2002, P : 200).

হিন্দুধর্মে গণিকাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। যাদের আমরা সাধারণত অপ্সরা নামেই চিনি। হিন্দুদের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ 'বেদ' এ গণিকাদের অস্তিত্ব মেলে। আবার দেবরাজ ইন্দ্রের রাজসভার বিভিন্ন অপ্সরাও এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য।

উর্বশী, মেনকা, রম্ভা— যারা নাচে-গানে ছিলেন পারদর্শী। এবং তাদের অসামান্য সৌন্দর্য্যের ব্যাখ্যাও পাওয়া যায়। মূলত এনারা ইন্দ্রের রাজসভার নাচ-গানের মাধ্যমে সকলের মনোরঞ্জন করতেন এবং অনেক সময় বিখ্যাত তপস্যায় রত সাধুদের তপস্যা ভঙ্গের প্রচেষ্টা করতেন। মহাকবি কালিদাসের 'অভিজ্ঞানম্ শকুন্তলম্" (Abhigyan Sakuntalam) কাব্যগ্রন্থে অপ্সরা মেনকা ও ঋষি বিশ্বামিত্রের কাহিনী সর্বজনবিদিত (Jaishankar & Haldar, 2014).

ধার্মিক এই গাঁথারই পরিচয় পাওয়া যায় প্রাচীন ভারত ও অন্যান্য সভ্যতায়। অতীতের ব্যাবিলন, সুমের, ইজরায়েল, গ্রীস, রোম, এশিয়া, ইউরোপ সর্বত্র এই পেশার এক দীর্ঘ ইতিহাস বর্তমান।

ধর্মে দেবদাসী প্রথা তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নির্দশন। যেখানে ভগবানের উদ্দেশ্যে কন্যাকে দান করা হত। এবং তারা মন্দিরের নাচ-গান ও পূজা অর্চনার কাজ করতেন। (মহাপাত্র, ২০০৮)

সাম্প্রতিককালে Sarah Harris দ্বারা কর্ণাটকে কৃত একটি গবেষণায় দেখা যায় যে, অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবার থেকেও তাদের কন্যাকে দান করা হয় ভগবানের উদ্দেশ্যে। যেখানে ভগবান 'Yellamma'-এর সাথে তাদের বিবাহ হয়। এবং তারা বাস্তবে গণিকাবৃত্তিই পালন করে। যদিও তাঁরা পরিচিত হয় দেবদাসী নামেই। এক্ষেত্রে বয়স্ক দেবদাসীরা নতুন দেবদাসী নিয়োগের ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। এক্ষেত্রে তারা অনেক সময় 'Women traffiking'-এর সাথে যুক্ত হন।

> "Many devadasi are sold into the sex trade by their families... the parents know that they are not really giving thier children to be religious servants, but they turn a blind eye." Sarh Harris. (Harris, 2014)

আবার ঐতিহাসিক তথ্যাদি অনুযায়ী প্রাচীনকালে এথেন্সের 'হেটারি' নামে পরিচিত গণিকরা যথেষ্ট সামাজিক স্বীকৃতি ও সম্মান পেয়েছিলেন। তৎকালীন ভারতে বিভিন্ন ধরনের গণিকা ছিলেন যারা বিভিন্ন বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। এঁদের 'রূপাজীবা' বলা হত। অনেকক্ষেত্রে এরা 'নগরবধূ' আখ্যা পেতেন। যারা সমগ্র নগরে নাচ-গান করতেন এবং সমগ্র নগরের বধূ পরিচয়ে পরিচিত হতেন। এক্ষেত্রে একটি অন্যতম নাম আম্রপালী। তিনি লিচ্ছবিদের সভায় 'স্ত্রীরত্ন' হিসাবে অভিহিত হন। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের দ্বিতীয় অধিকরণে গণিকাদের বিষয়ে আলোচনা আছে। 'মৎস্য পুরাণের' একটি অধ্যায়ের শীর্ষনাম হল বেশ্যাধর্ম। এক্ষেত্রে এই পেশা আইনানুমোদিত ছিল। এছাড়াও গুপ্তোত্তর যুগের গণিকাদের অবস্থা জানা যায় "কুট্টনীমতম" শীর্ষক গ্রন্থে। গণিকাদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে জানা যায় "উপমিতভব প্রপঞ্চ কথা" ও "রতিরহস্য" গ্রন্থ দুটিতে। (মহাপাত্র, ২০০৮, পৃঃ ৫৩৬-৫৩৭-৫৪৬) (en.wikipidea.org)

পরবর্তীকালে মুঘল সাম্রাজ্যকালে ঔরঙ্গজেবের সময় গণিকাবৃত্তির সাথে সম্পর্কিত অপর যে ধারনা পরিচিতি পায় তা হল 'বাঈজী'। যারা রাজবাড়িতে নৃত্য ও সংগীত পরিবেশন করতেন। পরবর্তীকালে মুঘল সাম্রাজ্য ভেঙ্গে পড়লে এই 'বাঈজীরা' অর্থনৈতিক দুরাবস্থার শিকার হন এবং অন্য কোন পেশায় নিযুক্ত হতে না পেরে গণিকাবৃত্তিকেই পেশা রূপে গ্রহণ করেন। (Jaishankar & Haldr, 2014)। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী রাজত্ব এরপর ভারতবর্ষের রূপ নির্মাণ করে এবং তারা ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর যৌনজীবন উপভোগের জন্য গণিকাবৃত্তির প্রসার ঘটনা। এক্ষেত্রে বড় শহরগুলি গণিকাবৃত্তির প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়। যেমন - কলকাতা, মুম্বাই। বর্তমানে মুম্বাই "Child Prostitution" এর একটি অন্যতম কেন্দ্র (Hot bed of child prostitution). (en.wikipidea.org)

পৌরাণিক কাহিনী ও ঐতিহাসিক তথ্য গণিকাবৃত্তির যে উৎস ও বিবর্তন রহস্য প্রকাশ করে তাকে যথাক্রমে সাজালে যে রূপ প্রকাশ পায় তা হল - অপ্সরার ধারনা- দেবদাসী -নগরবধূ-বাঈজী-গণিকা।

যদিও বর্তমানে গণিকাবৃত্তির বৈচিত্রময় রূপ বর্তমান। ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক পরিমণ্ডলে বর্তমানে গণিকাবৃত্তির বিভিন্ন রূপ লক্ষ্য করা যায়। সাধারণভাবে গণিকাদের দুভাগে ভাগ করা হয় - প্রকাশ্য গণিকা ও গুপ্ত গণিকা। প্রথমভাগের গণিকাদের সম্বন্ধে সাধারণ মানুষরা জানে, এরা সাধারণত বেশ্যাখানায় থাকে। এবং দ্বিতীয় ভাগের গণিকারা থাকে লোকচক্ষুর আড়ালে। তাদের পরিচয় গোপন রাখাটাই হল মুখ্য উদ্দেশ্য। এছাড়াও যে বহুধরনের গণিকা দেখা যায় তারা হল 'Brothel' ভিত্তিক, 'Flying', Call Girl, রাস্তাভিত্তিক (Street basked workers), Transgendered sex workers, পুরুষ যৌনকর্মী (Male Sex Woerks).

ব্রথেলের আইনত সংজ্ঞা ঃ

আইনতভাবে সেকসান 2(a) তে 'ব্রথেল' কে ব্যাখ্যা করা হয়েছে " যে কোন বাড়ির ঘর, বা স্থান, বা কোন ঘরের কোন অংশ, ঘর যা ব্যবহৃত হয় যৌনগত বঞ্চনা বা অপব্যবহারের জন্য অন্য ব্যক্তির লাভের স্বার্থে বা দুই বা ততোধিক গণিকার যৌথ লাভের স্বার্থে।" আবার সুশীলা বনাম তামিলনাড়ু রাজ্যের কেস্-এর ব্যাখানুযায়ী কোন গণিকা একাকী কোন স্থানে থাকলে তাকে 'ব্রথেল' বলা যায় না। (1982 Cri L.J. 702 Mad.), অন্যান্য কেস এর ব্যাখ্যানুযায়ী কোন স্থানকে তখনই ব্রথেল বলা যায়, যখন গণিকাদের মাধ্যমে অন্য ব্যক্তি লাভবান হবে (AIR 1966 Mad 167) এই সমস্ত বিচারের ফলে একথা বলা যায় যে - ব্রথেল হল সেই স্থান, যা দুজন গণিকার যৌথ লাভের উপর ভিত্তি করে ব্যবহৃত হয় যৌনকর্ম ও অপরাধের এবং শাস্তির স্বার্থে। সংবিধানের আর্টিকেল ১৯

এর মতে এটা তাদের স্বনির্ভরতার স্বাধীনতার ক্ষমতার বিচ্যুত ব্যবহার। (cited in : sahani, 2007, P. 233)

যদিও কলগার্ল-রা ব্রথেল ভিত্তিক নয়, ভ্রাম্যমান এবং এদের দেখাও যায় না। ফলে এটা খুব স্বাভাবিক যে তাদের কার্যকলাপ আলাদা ও গুপ্ত প্রকৃতির যেখানে তাদের কোন সমন্বয় নেই। কিন্তু বাস্তবিক ক্ষেত্রে, কলগার্লদের মধ্যে যোগাযোগের এর সুন্দর কাঠামো বিদ্যমান। একটা গবেষণার দল, কলগার্লদের পরিচয় জানতে এবং যোগযোগ ব্যবস্থা সম্পর্কে জানতে বিভিন্ন হোটেল, রিসর্টস্, ম্যাসেজ পার্লার, নাচের স্কুল, জিম ও অন্যান্য স্থানে বহুবার ঘুরতে যান। (ibid, 2007, p. 157).

এ প্রসঙ্গে 'কলগার্ল' এর যে সংজ্ঞা পাওয়া যায় তা হল —

কলগার্ল ব্রথেল ভিত্তিক নয়। ভ্রাম্যমান বাণিজ্যিক মহিলা যৌনকর্মী যারা নিজেরা অথবা কোন 'pimp' এর সাহায্যে নিয়ে কাজ করে, যাদের রেট ৮০০ থেকে ৩০,০০০ টাকার মধ্যে থাকে। প্রতি সপ্তাহে নূন্যতম ২-৩ দিন তারা কাজ করে বিভিন্ন হোটেল, রিসর্টস, ব্যক্তিগত ফ্ল্যাট, ম্যাসেজ পার্লার ও অন্যত্র বিভিন্ন স্থানে। এরা প্রত্যেকেই শিক্ষিত এবং উচ্চ মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবার অথবা "White-Collar" গোষ্ঠী থেকে আগত, যাদের বেশির ভাগই অন্য নির্দিষ্ট কর্মে যুক্ত যার দ্বারা তারা ভাল উপার্জন করতে সক্ষম। (ibid, 2007, p. 165).

রাস্তাভিত্তিক কর্মী (Street Basked Workers) :

বহু শহরে এবং নগরে রাস্তা-ভিত্তিক যৌনকর্ম স্থান করে নিয়েছে। এই বিষয়টির উপর জাতীয় বহুদিন সম্পন্ন কোন গবেষণাপত্র নেই, যার ফলে কত মহিলা রাস্তায় যৌনতা বিক্রি করে তা সংখ্যায় প্রকাশ করা কঠিন। কিছু ব্যক্তিগত অনুধ্যান এবং সংখ্যাতাত্ত্বিক তথ্যের মাধ্যমে দেখা যায় যে U.K. তে যে কোন এক রাতে এই সংখ্যা ছোট শহরে সামান্য থেকে বড় শহরে ১০০ এরও বেশি... আঞ্চলিক ছোট অনুধ্যান থেকে জানা যায় যে তুলনামূলকভাবে অধিক সংখ্যক মহিলা ১৮ বছরের পূর্বেই এই কর্মে লিপ্ত হয়। U.K. ও অন্যান্য বিভিন্ন দেশে ও রাস্তাভিত্তিক যৌনকর্মীরা গৃহে কর্মরতদের ন্যায় ড্রাগ বিশেষ 'Class A' ড্রাগ যেমন- কোকেন, হেরোইন ব্যবহার করে। (Sanders, 2009, P. 34-35)। এক্ষেত্রে আরও বিভিন্ন ধরনের যৌনকর্মী দেখা যায়। যেমন— 'Transgendered sex woerkers' এবং পুরুষ যৌনকর্মী বা 'Male sex workers' ইত্যাদি।

Transgendered sex woerkers :

এই বিষয়ে সচেতনতা বা জ্ঞান খুব কম দেখা যায়, কারণ বিভিন্ন পরিকল্পনায় এই শ্রেণি খুব একটা পরিচিত পায়নি। Dixon ও Dixon 1998 সালে 'She-male' গণিকাদের সাক্ষাৎকার নেন, যারা ক্যালিফোর্ণিয়ার সানদিগো (San Diego) তে গণমহলে পরিচিত ছিল বিকল্প যৌনদৃশ্য রূপে। এই ক্ষুদ্র জন সম্প্রদায়ের পুরুষরা মহিলাদের ন্যায় পোশাক পরেন এবং আচরণ করেন (কসমেটিক সার্জারি সহ) যদিও তারা সম্পূর্ণভাবে তাদের যৌনাঙ্গের পূর্ণ পরিবর্তন করেন না সার্জারির মাধ্যমে। তারা পেশাগত যৌনকর্মে লিপ্ত থাকে, যার মধ্যে ম্যাসেজ, মডেলিং, নগ্নতা, ক্ষমতার প্রয়োগ এবং মৌখিক যৌনক্রিয়া বর্তমান। বেশিরভাগই ঘরে বা ফ্ল্যাটে একাজ করে থাকে। এদের গ্রাহকরা বেশির ভাগই পুরুষ যারা পুরুষ যৌনকর্ম সম্বন্ধে জ্ঞাত। সাক্ষাৎকার এই যৌনকর্মকে তাদের যৌনতার 'ego boost' বা আত্ম মর্যাদাকে প্রকাশ করে। (Cited in : Sander, 2009, P. 38-39)

পুরুষ যৌনকর্মী (Male Sex Workers) :

ভারতে গণিকাবৃত্তি বলতে সাধারণত মহিলা যৌনকর্মীকেই (FSW) বোঝান হয়। এটা অনেক নারী ও পুরুষের কাছেই অকল্পনীয় যে পুরুষরাও তাদের যৌনগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে যৌনকর্মে লিপ্ত হতে পারে। পুরুষ যৌনকর্মীরা সমাজের সবশ্রেণির, ধর্মের, জাতের, বয়সের পুরুষদের যৌন পরিষেবা প্রদান করে। এটা জগৎটা সম্পূর্ণ অদৃশ্য থাকে যতক্ষণ না তাদের খুঁজে বের করা হয়। (Sahani, 2007, P 127).

এক্ষেত্রে উল্লেখ যে - "homosexuality" বা সমকামিতাকে victimless crime রূপে গণ্য করা হয় (Marshall, 1994, P. 693)

সাম্প্রতিক সময়ে "গণিকাবৃত্তি ঃ মাতৃত্ব , জীবিকা ও দৃষ্টিভঙ্গি" - নামক একটি সমাজতাত্ত্বিক ক্ষেত্র অনুধ্যানের মাধ্যমে ব্রথেলভিত্তিক গণিকা ও কলগার্ল বা 'Flying' বা ভ্রাম্যমান গণিকাদের একটি চিত্র ফুটে ওঠে। এক্ষেত্রে উভয়ের কাজের ভিন্নতাও প্রকাশিত হয়। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে এই পেশায় শিক্ষাগত যোগ্যতা বা গণিকার বয়স খুব বেশি তারতম্য সৃষ্টি করে না। তবে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল ব্রথেলভিত্তিক গণিকাদের তুলনায় ভ্রাম্যমান গণিকাদের আয়ের পরিমাণ অনেক বেশি। এক্ষেত্রে মাত্র ২ শতাংশ ব্রথেলভিত্তিক গণিকাদের মাসি আয় ১১,০০১ টাকার বেশি। কিন্তু ভ্রাম্যমান গণিকার ক্ষেত্রে এই পরিমাণ ১০ শতাংশ। আবার কর্মক্ষেত্রে ব্রথেলভিত্তিক গণিকাদের (১৮ শতাংশ) বেশি পরিমাণে দালালদের অত্যাচার সহ্য করতে হয় কিন্তু ভ্রাম্যমানের ক্ষেত্রে এই সংখ্যা তুলনামূলক কম (১২ শতাংশ)। এক্ষেত্রে উক্ত উভয় প্রকার গণিকার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পারস্পরিকতা লক্ষ্য করা যায়। ব্রথেলভিত্তিক গণিকাদের সকলে চেনে, ফলে তাদের সামাজিক দিক থেকে বেশি একঘরে করে রাখা হয়। কিন্তু

তারা অনেকে একটি নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করার ফলে 'কাস্টমার' বা গ্রাহক দ্বারা কম অত্যাচারিত হয়। পাশাপাশি ভ্রাম্যমান গণিকরা লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকে, তাদের সামাজিক ভাবে সেভাবে চিহ্নিত বা কলঙ্কিত (Social Stigma) করা যায় না, কিন্তু তারা গ্রাহকদের দ্বারা বেশি প্রতারিত হন এবং অনেক সময় তা অত্যাচার বা ধর্ষণ এর রূপও ধারন করে। এক্ষেত্রে এটা জানা প্রয়োজন যে গণিকারা গ্রাহকদের সাথে অর্থ বা অন্যান্য বস্তুর বিনিময়ে ক্ষণিকের যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হন। যেখানে উভয়েরই (গণিকা ও গ্রাহক) স্বার্থ ও ইচ্ছা জড়িত থাকে। কিন্তু ধর্ষন এর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। একজন গণিকার ইচছার বিরুদ্ধে তার সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের প্রচেষ্টা ধর্ষণ এর রূপ গ্রহণ করে। উক্ত সমীক্ষাটিতে কেস স্টাডির দ্বারা এই সূক্ষ্ম বিষয়টি ফুটে ওঠে।

অতীত থেকে বর্তমান অবধি গণিকাবৃত্তির রূপভিন্নতা ও বিভিন্নতা দৃষ্টি আকর্ষণ করে সমাজ সংস্কারক, সমাজ গবেষক ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গকে। তবে শুধু এখানেই তার রূপ সীমাবদ্ধ নয়। তার রূপের উৎকৃষ্টতম ালকটির নাম "এসকর্ট সার্ভিস"।

"এসকর্ট সার্ভিস"। গোটা দুনিয়া জুড়ে যে ব্যবসার বিস্তার। মার্কিনি এক বিখ্যাত ম্যাগাজিনের সমীক্ষা অনুযায়ী, গত বছর বিশ্বজুড়ে এই ব্যবসার মোট পরিমাণ ছিল কম, করে ষোলো ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার।... কী এই এসকর্ট সার্ভিস?

অভিধান অনুযায়ী, ক্লায়েটকে সঙ্গী বা রক্ষীর ব্যবস্থা করে দেওয়া। কিন্তু আসল অর্থটা অন্য। আসল অর্থ, ক্লায়েটের একান্ত ব্যক্তিগত প্রয়োজনের জন্য সঙ্গী বা সঙ্গিনী সরবরাহ করা। এই 'প্রয়োজন' শব্দটারও বিস্তারও প্রচুর। শপিং এর সঙ্গী হওয়া থেকে বিজনেস মিটিং-এর সঙ্গী হওয়া... পৃথিবীর হরেক রকমের যৌনক্রীড়া রয়েছে সার্ভিস লিস্টে। এজন্য প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট দেশ থেকে বিশেষজ্ঞ নিয়ে এসে প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা করা হয়।.. ঘন্টা পিছু পাঁচ বা আট হাজার টাকা থেকে শুরু। শেষ পাঁচ লক্ষ বা আরও বেশি।... তবে এসকর্ট ব্যবসার মূল সম্পদ মডেলরা। পুরুষ, মহিলা দু'ধরনের মডেলেরই চাহিদা প্রচুর। ইদানিং শহরে তরুণ-তরুণীদের মধ্যে 'ভ্যানিশ পার্টি', রীতিমতো জনপ্রিয়। এই পার্টির মূল শর্ত হল, এখানে কেউ পোশাক পড়ে থাকতে পারবে না। প্রত্যেকে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে পান করবে, ড্রাগ নেবে, নাচবে, মৌজ করবে।... মধ্য ও দক্ষিণ কলকাতার বেশ কিছু নামী স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা তাদের নিত্য নতুন মডেলের মোবাইল সেট, পোশাক-আশাক, শুকনো ও তরল নেশার খরচ তুলতে এসকর্ট সার্ভিসে নাম লিখেয়েছেন।.... পৃথিবীর বহু দেশেই গণিকাবৃত্তি আইনসিদ্ধ হওয়াতে এখানে এসকর্ট সার্ভিসের রমরমা প্রচুর। এসকর্ট ব্যবসার মূল শর্ত গোপনীয়তা। এখানে যথার্থ অর্থেই 'ভ্যালু ফর মানি' শর্তকে রক্ষা করা হয়।... এই এসকর্ট সার্ভিসের মাধমেই যে গণিকাবৃত্তির কর্পোরেটাইজেশন হয়েছে।... ২০০৭ সাল। কলকাতার

নারী পিপাসু মানুষের সামনে উঠে এল নতুন পরিচয় "এসকর্ট গার্ল"।.. এসকর্ট গার্ল হওয়ার প্রথম দুটো শর্ত', সেই নারীকে হতে হবে সুন্দরী, না সাজলেও যাগে সুন্দর লাগে, এমন সুন্দরী।... একটি এসকর্ট এজেন্সির রেট - ২ ঘন্টার জন্য ১০ হাজার টাকা, ৮ ঘন্টার জন্য ২০ হাজার টাকা, ২৪ ঘন্টার জন্য ৩০ হাজার টাকা।...কিন্তু কড়া শর্ত কন্ডোম ব্যবহার করতে হবে আর টাকা কোনও মতেই ফেরত দেওয়া যাবে না।.. এসকর্টরা ঘন্টা মেপেই কাজ করে। সময় শেষ হয়ে গেলে অসম্ভব পেশাদারিত্বের সঙ্গে মুখে মৃদু হাসি রেখে বলে 'সরি স্যার, টাইম ইজ ওভার' (রায়চৌধুরী, ২০১২)।

এদিক থেকে লক্ষ্য করলে বলা যায় যে বিশ্বের বহু দেশে গণিকাবৃত্তিকে আইনী স্বীকৃতি দান করা হয়েছে। আমাদের দেশেও 'দুর্বার মহিলা সমিতি" এর ন্যায় বহু সংগঠন এ বিষয়ে আন্দোলন করেছে। তবে আজও তার বাস্তবায়ণ সম্ভব হয়নি। "Sex Work Feminist" রা গণিকাবৃত্তিকে কেবল মাত্র বঞ্চনামূলক ভাবে ন বিচার করে একটি পেশা রূপে গণ্য করলেও বা নারীবাদীরা এ বিষয়ে তাদের জোড়ালো মতদান করলেও, সমাজের সকল স্তরের গণিকাদের মধ্যে তা আদৌ গ্রহণযোগ্য কিনা তা সন্দেহযোগ্য। এক্ষেত্রে উক্ত সমীক্ষাটি সমাজের নিম্ন অর্থনৈতিক অবস্থানে অবস্থিত গণিকাদের নিয়ে করা হয়েছে এবং এক্ষেত্রে দেখা যায় যে - সমাজের বহিস্কার ও কটূক্তি এদের নিজস্বতা ও আত্ম সম্মানকে খণ্ডীভূত করে দেয়। সমাজ ও তাদের মানসিক গঠন উভয়ের দীর্ঘকাল দ্বন্দ্ব তাদের জীবনীশক্তি ও স্বাভাবিক জীবনকে গ্রাস করে।

মূলত একই কাজের জন্য একজন 'এসকর্ট' যা পারিশ্রমিক পেয়ে থাকেন তার কাছে একজন ব্রথেলভিত্তিক বা সাধারণ ভ্রাম্যমান গণিকার পারিশ্রমিক অত্যন্ত নগন্য। যা তাদের সাধারণ জীবন যাপনের জন্যও যথেষ্ট নয়। অভাব হয় নিত্য সঙ্গী। একই জীবিকার ভিন্ন ভিন্ন রূপে এহেন ভিন্নতা ও ক্রমবিভাজন সৃষ্টি করে গণিকাবৃত্তির অভ্যন্তরে উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ।

বিভিন্ন চিন্তাবিদের মতে এই পেশার অস্তিত্বের ফলে সমাজে যৌন ব্যাভিচার কম হয়। বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানটির মর্যাদা বহাল থাকে। কিন্তু বাস্তবটা আদৌ কি তাই! নিত্য পত্রিকায় ধর্ষণ ও অন্যান্য নারীর প্রতি অত্যাচার এর খবর আজ নতুন নয়। এছাড়াও রিপোর্ট হয় না এমন ঘটনাও কম নেই নিশ্চয়। আজও যে সমাজে বাল্যবিবাহ, কন্যা ভ্রূণ হত্যা, পণপ্রথা, বধূ হত্যা বর্তমান, আজও যে সমাজ নারীর নারীত্বের এক স্থিরকল্প রূপ গঠনে সচেষ্ট, সেখানে এই পেশা সম্পর্কে কতটা মানবিক দিকের প্রকাশ ঘটবে তা সময়ই বলবে।

তবে একথা সত্য যে একবিংশ শতাব্দির বিশ্বায়নের যুগে, যৌন ব্যবসার বিশ্বে এক নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার জন্ম দিয়েছে - যার প্রসার ও ভবিষ্যত এখনও অনেকাংশেই অজানা।

Reference

- Access by, www.wikipedia.org.12 Feb. 2015.
- Ahuja. Ram, Criminology, Rawat Publications, New Delhi. 2006.
- Madan. G R, Indian Social Problems, Vol: 1, Allied Publishers, P.V.T. Limiter, New Delhi. 2002.
- Marshall. Gordon, Oxford Dictionary of Sociology, Indian Edition, Oxford University Press, New Delhi. 1994.
- Sahani. Rohini and Shankar, V. Kalian and Apte. Hemant, Prostitution and Beyond, SAGE, New Delhi. 2007.
- Sanders. Teela and O; Neill, Maggie and Pitcher, Jane, Prostitution Sex Work: Policy and Politics, SAGE, New Delhi. 2009.
- Jaishankar. K and Haldar. Debarati, Prostitution in India; Issues and Trends, access by: www.erces.com, 20 Sep. 2014.
- Harris. Sarah, access by: www.telegraph.co.uk, 20 Sep. 2014.

বাংলা সহায়িকা ঃ-

মহাপাত্র, অনাদিকুমার, ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থা, সুহৃদ পাবলিকেশনস্, কলকাতা। ২০০৮।

রায়চৌধুরী, সুদীপ এবং আইচ, অর্ণব, সংবাদ প্রতিদিন, রবিবার, ২৬ ফেব্রুয়ারী ২০১২।

সুলতান, প্রফেসর রেবেকা, বেগম, মাকসুদা, উদ্দিন, ইমতিয়াজ প্রারম্ভিক সমাজবিজ্ঞান, Wide Publication, ঢাকা। ২০০৭।